



Kkalpana plastick Ltd.

Date: June 07, 2026

To,
The Manager,
Listing Department,
BSE Limited,
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Scrip Code: 523652

Subject: Newspaper Publication with respect to Postal Ballot

Ref: Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), please find enclosed herewith a copy of Newspaper Publication with regard to the captioned subject, made by the Company, in accordance with Regulation 47 of the SEBI Listing Regulations, in "Financial Express" (English Newspaper) on June 06, 2026 and "Sukhabar" (Bengali Newspaper-Vernacular Language) on June 07, 2026.

The copy of Newspaper Publication shall also be made available on the website of the Company at <https://kkalpanaplastick.com/>

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kkalpana Plastick Limited



Navdeep Bhansali (Membership No. ACS 60924)
Company Secretary

CC: The Calcutta Stock Exchange Ltd., 7, Lyons Range, Kolkata- 700 001.

Place: Kolkata Company Secretary

ডোমজুড়ে নদীর পাড়ে বেআইনি নির্মাণ, প্রতিবাদী যুবককে বেধড়ক মার

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : শুক্রবার বিকেলে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিনেই পরিবেশ রক্ষার জন্য মাশুল দিতে হয় প্রতিবাদী যুবক ইন্দ্রজিৎ মোদীকে। হাওড়ার ডোমজুড়ের মহিয়ারাড়া-২ নং পঞ্চায়েতের কুপ্তুরবাগান এলাকায় সরস্বতী নদীর পাড়ে বেআইনিভাবে নির্মাণকাজ চলাছিল। শুক্রবার, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বিকেলে স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ মোদী ওই বেআইনি কাজের প্রতিবাদ জানান। এনিয়ে নির্মাণকারীদের সঙ্গে তাঁর তুলুল বসসা বেঁধে যায়। অভিযোগ, বসসা চলাকালীনই নির্মাণকারীরা দলবল জুটিয়ে আচমকা ইন্দ্রজিতের ওপর চড়াও হয়। আক্রান্ত যুবককে রাষ্ট্রায় ফেলে লাথি, ঘুষি মারার পাশাপাশি আধোয়াস্ত্রের বাঁট দিয়েও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ইন্দ্রজিতের চিংকার



শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে এলে হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই যুবককে উদ্ধার করা হয়। এরপর তিনি ডোমজুড় থানায় গিয়ে

লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। আক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ মোদী বলেন, ‘আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম, তাই আমাকে এভাবে মারা হয়েছে। পিডরিউডি-র সরকারি জমি দখল করে ওরা

দোকান বানিয়ে অন্যদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে। আমি এটা নিয়েই প্রতিবাদ করছিলাম। ওরা দলবল নিয়ে এসে আমার মাথায় ঘুষি মারে। ওদের হাতে থাকা আঁটির আঘাতে আমার মাথা কেটে যায়। বন্দুকের বাঁট দিয়েও আমাকে মারা হয়েছে। ওরা এলাকার চিহ্নিত সমাজবিরোধী। গরীবদের কাছ থেকে তোলাবাজি করাই ওদের কাজ। তোলা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। ওখানে একটা আশ্রি বিয়ের বাড়ির হল তৈরি করেছে যা সম্পূর্ণ অবৈধ। আগের ১৫ বছর তৃণমূল সরকার এই সব অবৈধ কাজে প্রশ্রয় দিয়েছিল।’ ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা। সরকারি জমি ও নদীপাড় দখল করে এধরনের গুণ্ডামির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। ডোমজুড় থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

মমতার তৃণমূল বিধায়ক দলে আরো বড়ো ভাঙনের ইঙ্গিত

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : বিধানসভা ভোটে ভরাডুবি়র পর হুহুধান হয়ে গেছে তৃণমূল শিবির। এবার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন, দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি জানান, নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পাশেই আছেন তিনি। কিন্তু বার বার একই ভুলের সঙ্গে নেই তিনি। চোখ-কান বন্ধ করে নয়, বরং ভুল দেখলে সেই নিয়ে কথা বলতে ছাড়বেন না বলেও জানান কুণাল ঘোষ। ‘আসল’ তৃণমূল ও মমতার তৃণমূল নিয়ে এই মূহুর্তে চরম টানাপোড়ের জোড়াফুলের অন্দরে। সাংসদরাও শিবির বদল করতে পারেন বলে জোর জল্পনা চলছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দিল্লি রওনা দিচ্ছেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। আর সেই আবহেই শনিবার এগ্ন হ্যান্ডলে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, দলের তুলনাক্রটি সশোধানের বদলে বিভিন্ন স্তরে যদি ভুল চলতেই থাকে, সেটা দেখেও চোখ বুজে ভাবতে পারবেন না। ঘটনাক্রমে, কুণাল ঘোষ যখন এই মন্তব্য করছেন, সেই সময়ই জল্পনা উস্কে দিয়েছেন বাগানানের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক

অরুণাভ সেন। তিনি বলেন, ‘ঋ তদার সঙ্গে এই কথা হল। আরো বেশ কিছু মানুষ আগামী সোমবার যুক্ত হবেন। দেখতে থাকুন। তথাকথিত অনেক বড়ো মাছ যোগ দেবে।’ নবায়ের বৈঠকে যোগ দিয়ে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ দাবি করেন বাগানানের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক। তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়কদের ভাঙন নিয়ে রাজ্য বিজেগির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা তো একটা রাজনৈতিক দল। হরিনাম-সংকীর্তনের দল নয়, ব্যান্ডপাটি নয়। আমাদের একটা সৌজন্য আছে, রাজনৈতিক রুচিবোধ আছে। দিকভ্রান্ত কিছু মানুষ যদি এদিক ওদিক ঘোরাবুরি করেন, তারা যদি ফেঁদা করেন, ফেঁদা ধরাটো ভদ্রতা। সেই। স্বাভাবিক। ধরা উচিত। বাড়িতে কেউ এলে বসানো, চা খাওয়ানো উচিত। সেটা আমাদের কেউ করে থাকলে করছেন। তবে এটা মনে করার কিছু নেই যে বিজেপিতে নিয়ে নেবে। দরজা এখন বন্ধ। তৃণমূল ভাঙারই ছিল। তাই ভাঙছে, এবড়ো খেবড়োভাবে ভাঙছে। এর সঙ্গে বিজেপি-র কোনও সম্পর্ক নেই।’

বারুইপুরে ভরাট হওয়া পুকুর বাঁচানোর ডাক বিজ্ঞান মঞ্চের

প্রদীপকুমার সিংহ, বারুইপুর : বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পুকুর বাঁচাওয়ার ডাক দিয়েছে বারুইপুর সরকারি বারুইপুর রেল স্টেশনের ৪ নং প্ল্যাটফর্মের পাশে কলপপুর নামে এক ঐতিহ্যবাহী জলাশয় ছিল। স্থানীয়দের দাবি, সেই জলাশয়টি আস্তে আস্তে ময়লা ফেলে ভরাট হয়ে তার ছোট জলাশয় পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি বড়ো ক্লাব গড়ে উঠেছে সেই জায়গায়। ক্লাবের সামনের জলাশয়ে আবেশ মাটি দিয়ে ভরাট করে সেখানে নানা অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া ওই জলাশয়ের বিভিন্ন দিক থেকে ময়লা ফেলে ভরাটের পরিকল্পনা চলছে। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা আলোচনা করছেন বারুইপুরে স্থানীয় প্রশাসনকে অনেকবার

জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। এলাকার ঐতিহ্যবাহী জলাশয়টি রক্ষা করার দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা শেষে আদালতে জনস্বার্থ মামলা করে। বেশ কয়েক বছর আদালতে মামলা গড়ায়। শেষে ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট জলাশয়টি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। অভিযোগ, তারপরে কিছুটা আর্বজনা পরিকল্পনা করা ছাড়া তেমন কোন পদক্ষেপ করা হয়নি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। রাজ্যে পলাবদলের পর ফের স্থানীয় বাসিন্দারা এই জলাশয়কে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আলোচনা শুরু করছে। বিজ্ঞান মঞ্চ বারুইপুর শাখার পক্ষ থেকে শুক্রবার সন্ধ্যায় বারুইপুরে স্থানীয় ৪ নং প্ল্যাটফর্মের পাশে ‘পরিবেশ দিবসের অঙ্গীকার ফিরিয়ে

দাও কলপপুর’ নামে অনুষ্ঠান করে। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মঞ্চের বারুইপুর শাখার আধিকারিক, সদস্য ছাড়াও এলাকার বিশিষ্টরা ছিলেন। বিজ্ঞান মঞ্চের বারুইপুর শাখার সম্পাদক কৌশিক মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘কলপপুর জলাশয়টি থাকায় এক সময় আশুপাশুপাশে পরিবেশ ভালো ছিল। এখন চারপাশ থেকে এই জলাশয় ভরাট করার চক্রান্ত চলছে। বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে বার বার প্রশাসনকে জানিয়ে কেন লাভ না হওয়ায় শেষে আদালতের দ্বারস্থ হন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে শুধু কলপপুর নয়, বারুইপুরে অঞ্চলে যে সব জায়গায় জলাশয় বুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে তা পুনরুদ্ধার করা হবে বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে।’

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য লড়াইয়ে কোমর বাঁধতে চলেছে কর্মচারী পরিষদ

বিপুল ভট্টাচার্য, বর্ধমান : যারা দাগী, রাজ্য সরকারের কার্যত চামচাগিরি করেছে তাদের কোনোভাবেই সংগঠনে নেওয়া হবে না বলে শনিবার বর্ধমানে বিজেপি মনোভারাপন্ন সরকারি কর্মচারী পরিষদের জেলা কমিটির প্রথম সভায় জানিয়ে দিলেন সংগঠনের নেতৃত্বর। বিধানসভা ভাটের পর এই সংগঠন প্রথম সভা করে উমা ভানসের অভ্যন্তরে। ছিলেন কর্মচারী পরিষদের সহসভাপতি মিলন মিশ্র, সম্পাদক অজুন মল্ল, রাজ্য কমিটির সদস্য সাধন বন্দোপাধ্যায়, উপদেষ্টা অজুন মুখোপাধ্যায়। এদিন মিলন মিশ্র বলেন, ‘যে সব কর্মচারী আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতদিন ধরে নানা কারণে তাঁরা মুখ খুলতে পারেননি। তাঁদের একত্রিত করতেই এদিন এই সভার আয়োজন করা হয়। আগামী দিনে সরকারি নীতিকে সংগঠন ও সাধারণ মানুষকে যথাযথ পরিষেবা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। একইসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদের যে সব দাবি সেসব নিয়ে এতদিন আমরা লড়াই করেছি। আমরা আশাবাদী সরকার সেসব দাবি পূরণ করব।’ এই বিষয় নিয়ে এদিন কর্মচারীদের আশুত করা হয়। মিলন মিশ্র জানান, ভোটের পর এই সভায় প্রায় ২০০০’রও বেশি কর্মচারী অংশ নিয়েছিলেন। আগামী দিনে তাঁরা জেলা কমিটিও গঠন করবেন। এই সভায় অনেকেই এসেছিলেন যারা ফেডারেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। এদিন কর্মচারী পরিষদের নীতি, নির্দেশ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন। অনেকেই তা শুনে চলেও গেছেন। তিনি এদিন সাফ জানান, ফেডারেশনের কোনো নেতৃত্বকে যারা কর্মচারী বিরোধী কাজ করেছেন তাঁদের কাউকে এই সংগঠনে নেওয়া হবে না। পুরোনো যে সব কর্মচারী তাঁদের সংগঠনে ছিলেন তাঁদেরই সামনের সারিতে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁরাই নেতৃত্ব দেবেন। এদিন বর্ধমানের ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক প্রভাশশালী যিনি বর্ধমানেই প্রায় ১৫ বছর ধরে একই জায়গায় রয়ে গেছেন সেই নেতা সহ অনেকেই অন্যত্র বদলি করা হবে বলে ঈশান্যির দিয়েছেন সংগঠনের সম্পাদক অজুন মল্ল। অন্যদিকে, এদিন এই সংগঠনের উপদেষ্টা অজুন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘রাজ্য সরকারের সব দফতরে আলাদা আলাদা করে ইউনিট তৈরি করা হবে, শুধু তাইই নয়, অনেকেই এখন পালা বদলের ফলে আমাদের ছাতার তলায় আসতে চাইছেন, তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। বিশেষ করে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সাধারণ যারা কর্মচারী নানা কারণে এতদিন মুখ খুলতে সাহস পাননি সেই সব কর্মচারীদের সমসাপদ দেওয়া হবে।’

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গ্রাহক সংযোগ কর্মসূচি



সুখবর ব্যুরো : সম্প্রতি খড়গপুরের হোটেল গ্রিনল্যান্ড টাওয়ার্সে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হাওড়া জোনের উদ্যোগে সফলভাবে গ্রাহক মিলন ও মতবিনিময় সভা হয়। অনুষ্ঠানে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাড়াগ্রাম জেলার সম্মানিত গ্রাহক ও শাখা ব্যবস্থাপকরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন জেনারেল ম্যানেজার এফজিএমও কলকাতা রাজীবকুমার সিং, হাওড়া জোনের জেনারেল ম্যানেজার রিনচেন ও ভূটিয়া, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার অমিতকুমার মণ্ডল। এদিন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পরিচিতি ও কর্পোরেট ভিত্তিও প্রদর্শন, যেখানে ব্যাঙ্কের গৌরবময় ১২০ বছরের ঐতিহ্য ও ডিজিটাল রূপান্তরের যাত্রা তুলে ধরা হয়। এফজিএমও কলকাতার জেনারেল ম্যানেজার রাজীব কুমার সিং বলেন, ‘উন্নত গ্রাহক পরিষেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি টেকসই ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধির প্রতি ব্যাঙ্কের অঙ্গীকার রয়েছে।’ একইভাবে শনিবার গ্রাহকদের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়ামূলক আলোচনা ও মতামত গ্রহণ পর্ব, যা ব্যাঙ্ক ও তার মূল্যবান গ্রাহকদের মধ্যে সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে।

নৈহাটি জুটমিলে সাময়িক বন্ধের বিজ্ঞপ্তি, কর্মহীন ৩৫০০ শ্রমিক

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : সাময়িক বন্ধের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে নৈহাটি জুটমিলে, যার জেরে কর্মহীন হলেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার শ্রমিক। মিল বন্ধের প্রতিবাদে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। রাজ্যে নতুন সরকার আসতেই বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের জুট শিল্পের উন্নতি হবে বলেই মনে করেছিল শ্রমিকরা। কিন্তু এই শব্দবাক্য নায়েই শনিবার কারখানা বন্ধ হয়ে যায় নৈহাটি জুটমিল। অন্যান্যদিনের মতোই শনিবার সকালে কাজ করতে আসেন শ্রমিকরা। তখন মিলের গেটে ‘সাসপেনশন অফ ওয়ার্কস’-এর বিজ্ঞপ্তিটী তাঁরা দেখতে পান। মিল কর্তৃপক্ষের তরফে যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে তাতে জানানো হয়েছে, পাটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও উপাদান সংকটপন্ন সমস্যা, কাঁচামালের অভাবের কারণেই সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এই বাখ্যা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। তাঁদের দাবি, মিলের ভেতরে এখনও বেশ কয়েকদিন উপাদান চালিয়ে যাওয়া মিল বন্ধে পর্যাপ্ত পাট মজুত রয়েছে। ফলে শুধুমাত্র পাটের অভাব দেখিয়ে মিল বন্ধের সিদ্ধান্তের কথা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। রাতারাতি কাজ হারানোর আশঙ্কায় ক্ষোভ ও উত্তেগে ছড়িয়েছে শ্রমিক মহলে। এই পরিস্থিতিতে তাঁরা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ ও মিল চালুর দাবিতে সর্বব হইয়েছেন। মিলের শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, ৩ বছর আগে শ্রমিক মালিক ও ইউনিয়নগুলোর মধ্যে চুক্তি হয়েছিল। সেই মতো আর্থনিকিকরণের নানা করে মিল থেকে পুরানো শ্রমিকদের আস্তে আস্তে ছাটি করে দেওয়া হয়েছে।

বেলঘরিয়া উড়ালপুলে শুরু হতে চলেছে মেরামতির কাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলঘরিয়া : বেলঘরিয়া উড়ালপুলের দ্বিতীয় পর্যায়ের মেরামতির কাজ শুরু হতে চলেছে ১ জুলাই থেকে। পিডরিউডি সূত্রে জানা গেছে, উড়ালপুলের একাধিক জয়েন্টের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ায় দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি মাস থেকে রেলের ওপরের অংশে মোট ১২টি গার্ডার পরিবর্তনের কাজ চলছিল। সেই কাজ প্রায় শেষের মুখে। এরইমধ্যে পিডরিউডি ইঞ্জিনিয়ারদের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, পূর্বদিকের ১৬ থেকে ১৮ নং পিলায়ের মায়ের অংশ ও পশ্চিমদিকের ১ থেকে ১৩ নং পিলায়ের মধ্যবর্তী জয়েন্টগুলোর অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ১ জুলাই থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে, যা শেষ করতে প্রায় ২ মাস সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে। পুঞ্জোর আগেই কাজ শেষ করে যান

চলাচলের জন্য ব্রিজ খুলে দেওয়ার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শুক্রবার সকালে পিডরিউডি-র উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল, কামারহাটি পুরসভার আধিকারিক, পুলিশ প্রশাসন ও বিজেপি নেতৃত্ব যৌথভাবে এলাকা পরিদর্শন করেন। স্থূল কাজে তুলে দেওয়া হয়েছে, পিডরিউডি সন্তব সুরক্ষাকে মাথায় রেখে কাজ সুসম্পন্ন করবে বলেন কামারহাটি পুরপ্রধান গোপাল সাহু। ব্রিজের নিচে থাকা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে সাময়িকভাবে দোকান সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, কাজ শেষ হলে তাঁরা আবার আগের জায়গায় ব্যবসা করতে পারবেন। এদিকে, ব্রিজের কাজের কারণে এরমধ্যেই ২ ও ৩ নং রেলগেটে তাঁর যানজট হচ্ছে। এর প্রভাব পড়ছে ট্রেন চলাচলেও। ফলে নিত্যযাত্রীদের ভোগান্তি আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে।

মেট্রোয় যাত্রীদের সঙ্গে কথা অটোয় চেপে সফরে রেলমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : শনিবার কলকাতা সফরে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ও গণপরিবহণ ব্যবস্থা কেমন চলছে তা জানতেই মেট্রো ও অটোরিকশায় যাত্রা করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষণা। এদিন তিনি জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশন থেকে নোয়াপাড়া স্টেশন পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোয় যাত্রা করেন। যাত্রার সময় সহযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের যাতায়াতের অভিজ্ঞতা, মেট্রো পরিষেবার মান ও উন্নয়ন সংক্রান্ত মতামত ও পরামর্শ শোনেন। যাত্রীরাও মেট্রো পরিষেবা নিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা রেলমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন। মেট্রো স্টেশনে রেলমন্ত্রী পরিচয়মতা কর্মীদের সঙ্গেও দেখা করেন। স্টেশন চষর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। কর্মীরাও তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও পরামর্শ সরাসরি রেলমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরার সুযোগ পান। এদিন নির্ধারিত কর্মসূচির বাইরে গিয়ে অশ্বিনী বৈষণা নোয়াপাড়া থেকে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে পর্যন্ত অটোরিকশায় যাত্রা করেন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে মন্ত্রী জালানি সংরক্ষণ ও গণপরিবহণ ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়ার বার্তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের



সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগও এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

উত্তর দমদমে চেয়ারম্যানের অফিস ভাঙচুর, মারধর কাউন্সিলরকে

অলক আচার্য, বিন্নাটি : শুক্রবার উত্তর দমদম পুরসভার পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাসের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে ত্রাণ সামগ্রী পাচার হিচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব নিমতা ডাক্তারবাগান অঞ্চলে পৌঁছে ট্রাক্স চালককে আটক করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, ২টি গাড়ি করে ত্রাণ সামগ্রী সরানো হয়েছে। এরপর বিজেপি নেতৃত্ব ও স্থানীয়রা অফিস ঘরে ঢুকে তাজব বনে যান। সেখানে বিনাসবল ঘর ছাড়াও অত্যাধুনিক জিম রয়েছে। সেখান থেকে কয়েম সমেত অন্যান্য আপত্তিকর জিনিস ও অব্যবহৃত কস্মল, ত্রিগল, শাড়ি সহ অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রীও উদ্ধার হয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়েও উত্তেজিত জনতা দ্বিপ্ত হয়ে ওঠেন। তাঁদের অভিযোগ, বিনা বিশ্বাস ও তাঁর ভাই বিশ্বজিৎ বিশ্বাস এলাকার মানুষকে সন্ত্রাস করে আড়ালে মধুজ্ঞ চালাভেনে। ব্যবসায়িক অফিসে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী রেখে সেপ্তেলার



অব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি ওঠে। এদিকে, এলাকার তপশলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জমি দখলের গুরুতর অভিযোগও সামনে এসেছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। যদিও ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন এসে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে। ঘটনার পর পুরপ্রধান বা

পুরসভার পক্ষ থেকে এখনো কোনো বিবৃতি পাওয়া যায়নি। ২৭ নং ওয়ার্ডে বিধান বিশ্বাসের বিশ্বস্ত আশ্রকে তৃণমূল কর্মী বাণা সাহাকে ত্রাণ সামগ্রী লুকিয়ে রাখার অভিযোগে দ্বিপ্ত অধিবাসী গণপিটুনি দেন। অন্যদিকে, বৃহৎপতিবার উত্তর দমদমে ২৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শঙ্কর দাসের বাড়িতে ঢুকে স্থানীয় লোকেরা কাউন্সিলরকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় দ্বীতি, কটামনি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে এলাকা লোক ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। পুরপ্রধান বিধান বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ এই কাউন্সিলরকে এলাকাপাখড়ি মেরে জখম করা হয়। তাঁর বাড়ির মহিলারাও নিগ্রহ হন বলে অভিযোগ ওঠে। তাঁদের সাধা থানা পরিষে ছবি ওঠানোর জন্য মানসিকভাবে চাপ দেন বলে কয়েকজন স্থানীয় মহিলা র বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। নিমতা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। এই ঘটনায় জড়িত কয়েকজনকে আটক করা হয়।

Name Change
I, Siraj Molla, S/O Ajet Molla, R/O-VII - Pukuna, P.O. Gopalpur, PS-Harada, Dist. North 24 Pgs, Pin-734445, do hereby declare that my wife's name has inadvertently been recorded in some of her documents as Anowara Khatun, D/O Momen Ali Mondal in place of her correct name Anuyara Bibi, D/O Momen Mistri. On 06/02/26 Through affidavit no. 8148 submitted before the Court of 1st Class Judicial Magistrate, Basirhat, I affirm that my wife Anuyara Bibi, D/O Momen Mistri and Anowara Khatun, D/O Momen Ali Mondal is the same and identical person.

I, Fazel Rahaman, S/O Late Kamalur Rahaman, R/O-VII & P.O. Joykrishnapur, P.S. Rampurhat, Dist. Birbhum, do hereby declare that in my all respective documents related to school, my father's name wrongly recorded as Kamalur Rahaman instead of Kamalur Rahaman. Through an affidavit (no. 177 dated 17.04.2026) submitted in the court of 1st Class Judicial Magistrate, Rampurhat, Birbhum, I do declare that Kamalur Rahaman & Kamalur Rahaman is same & one identical person.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL e-NOTICE INVITING TENDER
No. 02 (Sl 1 to 2) of 2026-27 of EE/NHD-1, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tenders for the work of "Thorough renovation of outside of "The SOJOURN" Kolkata Police Guest House situated at 24 Townsend Road, Kolkata-700025, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tenders is 23/05/2026 from 09:00 A.M. to 12:00 hours on 23/05/2026 up to 12:00 hours. The NIT Documents and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.

ICA-T9491(1)/2026 e-TENDER NOTICE
E-tenders are invited by the Commissioner of Police Kolkata for 1) "Thorough renovation of outside of "The SOJOURN" Kolkata Police Guest House situated at 24 Townsend Road, Kolkata-700025, during the year 2026-2027." The last date for submission of the e-tenders is 23/05/2026 up to 12:00 hours. The NIT Documents and other details will be available in the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- For Commissioner of Police, Kolkata.

ICA-T9474(2)/2026 e-TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division invites online e-Tender for the work of "Triennial Comprehensive Maintenance & servicing of Split Type AC machines installed at residence of Senior JAs Officers and Chief Secretary Bungalow WB at 12, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019." e/NQ No.- WBPWD/EE-ECDE-NQ-22/2026-27 Tender ID: 2026_WBPWD_5015035_1. Bid submission start date(online): 13.06.2026 from 01.00 P.M. Bid submission closing date(online): 27.06.2026 upto 1.00 P.M. Corrigendum Details of N.I.Q and Tender documents may be downloaded from <http://tenders.wb.gov.in> Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Electrical Construction Division.

ICA-T9488(3)/2026

কেকল্পনা প্লাস্টিক লিমিটেড
CIN : L25200WB1989PLC047702
রেজিস্টার্ড অফিস : ১২, ডি. ইউ.এন. রোড, বাল্লিগুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১৭
পণ্য বিক্রয়, প্রাইম-এক্স, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন : ৭১২-০০৪৪০০০০
ই-মেইল : kolkata@kbalpanaplastic.co.in, calcutta@kbalpanaplastic.co.in, calcutta@kbalpanaplastic.co.in

ই-ভোটিং তথ্য ও পোস্টাল ব্যালটের বিবরণ
এতদ্বারা কোম্পানি আইটি ২০২৬ এর (“দা আইটি”) সেকশন ১০৮, ১১০ ও অন্যান্য প্রযোজ্য শর্ত সহ কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং রেগুলেশন সর্ববিধগত পরিকল্পনা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আর্জানাইজেশন) রচনা ২০১৮ (“দা রচনা”) এর সেকশন ২০ ও ২২, মিকিওরটিআ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিগিট অটোরিকশেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিকোরমেন্ডেশন) রেগুলেশন ২০১৫ (“সেবি লিগিট রেগুলেশন”) এর ৪৪ নং